মুক্তি-বাঁধন

(নারী-সমস্যা-পূর্ণ নাটিকা)

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত।

৮ই জুন বুধবার, ১৯৩২ সাল,
ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ ব্রড্‌কাষ্টিং সার্ভিস্ কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীবসন্ত কুমার রায়।
১১৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

এই গ্রন্থকারের
আপন-ভোলা
কৌতুক-নাটিকা (রেডিওতে অভিনীত)
মূল্য চারি আনা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
ললিত প্রেস্
১১৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

গ্রন্থকারের
পঞ্চাঙ্ক গার্হস্থ্য নাটক
যন্ত্রস্থ

প্রিণ্টার—
শ্রীললিতমোহন রায়।
ললিত প্রেস
১১৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



স্বনামধন্য, পুণ্যাত্মা

স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুরের

বংশধর

রাজকুল-তিলক

বদান্য, কর্ম্মবীর, পরোপকারী

কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত হিরণ্য কুমার মিত্র

বাহাদুরের

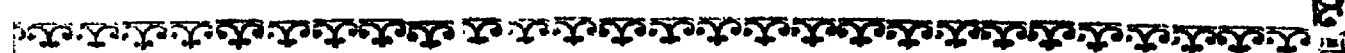
করকমলে

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র নাটিকা "মুক্তি-বাঁধন"

উৎসর্গীকৃত হইল।

অক্ষয় তৃতীয়া,
সন ১৩৩৯ সাল। } গ্রন্থকার।



উপহার-পত্র

এই বইখানি ________________________________ কে

____

____

উপহার দিলাম।

তারিখ..

শ্রী..

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

মানসকুমার	...	বেকার যুবক
গদাধর মল্লিক	...	নবগ্রামের জমিদার

দ্বারবান, বেহারা, পাওনাদারগণ, হোটেলের ম্যানেজার।

স্ত্রী

মায়া	...	ব্যারিষ্টার মিত্রের কন্যা
বিরজাসুন্দরী	...	ঐ মাতা
লতিকা	...	মায়ার সহপাঠিনী

পরিচারিকা।

প্রস্তাবনা।

গান।

(কোরাস্) অমল কমল সুন্দর তুমি বাঙলা দেশের মেয়ে,
গর্ব্বে আমার বুক ভ'রে যায় শান্ত ও মুখ চেয়ে।

কে বলে তোমায় বেঁধেছি শিকলে করিয়াছি পরাধীনা ?
রাখিয়াছি তোরে আঙ্গিনা ভিতরে করি জগতের হীনা ?
তারে কি জানে মা তোমারি আসন মরমের কোন্ পুরে,
কোন্ মন্ত্রে তোমায় পূজি মা জননী কোন্ প্রভাতীর সুরে

সর্ব্বহারা হ'লেও জননী কি মধুর হাস তুমি,
ধন্য হল মা ধরণীর বুক, তব চরণ কমল চুমি।
আঁখিতে তোমার কি অভয় ভাষা অধরে হিরণ হাসি,
স্নেহ প্রেম দয়া ভরা তোর বুকে তাই যে মা ভালবাসি।

পরের দুখেতে তব আঁখিজল বাধা নাহি কভু মানে,
অপরের সুখ হেরিয়া জননী সুখ ভরে তব প্রাণে।
ব্যথিত হৃদয়ে শান্তির বারি ঢাল মা কমল করে,
জননী তোমার কল্যাণী রূপ সকল বেদনা হরে।

থাক মা মোদের গৃহের ভিতর উজ্জ্বল কর ঘর,
ঝঞ্ঝা আপদ্ বিপদ হইতে তোর্ কাছে নেব বর।
আশীষ তোমার বর্ম্ম হইবে, বাহিরে যুঝিব যবে,
তব জয়গানে ভরিবে জগত চরণে লুটাবে সবে।

মুক্তি-বাঁধন

প্রথম দৃশ্য

ব্যারিষ্টার মিত্রের বাটী—মায়ার কক্ষ।

মায়া কলেজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন

সহপাঠিনী লতিকা অপেক্ষা করিতেছিল

মায়া। দেখ লতি, আমি বড় অসুবিধায় প'ড়ে গেছি ভাই! তুই জানিস্ তো, এত দিন ঠাকুমা কাশীতে ছিলেন। তিনি আমাদের এরূপভাবে থাকার দরুণ দূরেই থাক্‌তেন। বেশ ছিলেন, তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বার-ব্রত নিয়ে। কিন্তু আমার মাথা খেতে ভাই, আজ তিনদিন হ'ল এখানে এসেছেন।

লতিকা। কি জন্য ভাই তিনি দূরে থাক্‌তেন?

মায়া। তবে শোন্। বাবা যখন বি, এ পাশ কর্‌লেন, তখন আমি চার বছরের, দাদু তখন মারা গেছেন। মর্‌বার পূর্ব্বে সমস্ত ষ্টেট্ তিনি ঠাকুমার নামে ক'রে দিয়ে যান। বাবা বিলেত যাবেন শুনে ঠাকুমা বেঁকে বসেন, কিন্তু বাবা গোপনে পালান।

ঠাকুমা কি করেন, বাবার সমস্ত খরচ চালিয়ে, তাঁকে পাশ করিয়ে, ফিরিয়ে আনেন। বাবা এলেন, পুরা সাহেব হ'য়ে। পুত্রের আচার-ব্যবহার দেখে তিনি কাশীবাস আরম্ভ করেন ; আর বাবা মা'কে ও আমাকে নিয়ে সংসার পাতেন। তারপর মা মারা গেলেন—সে সময় ঠাকুমা দিনকতকের জন্য এসেছিলেন। তারপর এগার বছর পরে এই শুভাগমন।

লতিকা। সে যাই হোক, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি না, মায়া ?

মায়া। আরে শোন্ আগে। ঠাকুমা এখানে এলেন—বাবা ডেরাডুন পালালেন। তাঁর সেই সাহেবী পোষাকে ঠাকুমার ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মাংস, ডিম এ বাড়ীতে আর প্রবেশ ক'রছে না। বেহারা বাবুর্চ্চী সকলকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কি যে বিপদে পড়েছি ভাই, ঠাকুমাকে নিয়ে !

লতিকা। শুভাগমন হ'ল কেন ?

মায়া। আমার বয়স উনিশ পার হ'য়ে যাচ্ছে—তবু আমার বিয়ে হ'ল না। ইহলোকে পরলোকে তেত্রিশ কোটী দেবতারা ধর্ম্ম গেল, জাত গেল ব'লে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করেছেন, মিত্রবংশে জল-পিণ্ড লোপ পেয়ে যাচ্ছে, এ দেখে ঠাকুমা কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ?

লতিকা। (হাসিতেছিলেন) কি ভাই কুসংস্কার ! উনিশ

পার হ'ল—এঁ্যা, উনিশ, এক কম পাঁচগণ্ডা! দেবতারা আর্ত্তনাদ করবে না? ভূমিকম্প হবে না?

মায়া। নে ভাই, তুই আর জ্বালাসনে। কাল হ'য়েছে কি, ঠাকুমা কাছে ব'সে র'য়েছেন, বলা নেই, কওয়া নেই, পিছন হ'তে মানস এসে, আমার চোখ টিপে ধরেছে। জানিস তো, সে কি রকম আদুরে, অভিমানী! ঠাকুমা তো প্রথমটা ভয়ে আঁৎকে উঠ্লেন। তারপর সামলে নিয়ে এক গাছা ঝাঁটা প'ড়ে ছিল, তুলে নিয়ে মারেন আর কি! বলেন, এত বড় স্পর্দ্ধা, অত বড় ধাড়ী মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া! তারপর সে ক্ষমা চায়, পায়ের ধূলা নেয়, আমি বুঝিয়ে বলি, তবে ঠাণ্ডা হন।

লতিকা। মানস বাবু বোধ হয় খুব দুঃখিত হয়েছেন?

মায়া। কেঁদে ফেলেছিল আর কি। এমন Tender hearted ভাই কখনও দেখিনি।

লতিকা। চল্, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—পথে যেতে যেতে শুন্বো'খন।

মায়া। আমার হয়েছে ভাই, বইগুলো গুছিয়ে নিই।

[দুই হাতে বইগুলি তুলিয়া লইলেন।

বিরজাসুন্দরী আসিলেন

বিরজা। মায়া কোথা যাচ্ছিস?

মায়া। কলেজে যাচ্ছি, ঠাকুমা!

বিরজা। বুড়ো ধাড়ী মেয়ে, এ-কিরকম কাপড় পরা হ'য়েছে ?

মায়া। কেন ঠাকুমা, এই তো বেশ।

বিরজা। এই তো বেশ! তাই লেখাপড়া শেখা হচ্ছে! হতভাগা মেয়ে, অর্দ্ধেক গায়ে কাপড় দিয়ে, এই তো বেশ! লজ্জা করে না? ছিঃ!

মায়া। কেন, ঠাকুমা ?

বিরজা। আয়, এধারে আয়। ছিঃ দিদি, এমন বেহায়াপনা করে না। আয়, আমি গায়ের কাপড় ঠিক ক'রে দিই—

(সমস্ত গায়ে কাপড় জড়াইয়া দিলেন)

মায়া। একি, ঠাকুমা! এমন বেশে বুঝি রাস্তায় বে'র হওয়া যায় ?

বিরজা। না—তা যাবে কেন? আধখানা গা খুলে যাওয়া যায়। তোদের সব এ, কি রুচি হ'ল রে! (লতিকার প্রতি) দেখ মেয়ে, তুমিও কাপড়টা ভাল ক'রে গায়ে দাও। আমি ভাল কথাই বল্‌ছি, বাছা! যত কুদৃষ্টি টেনে নিয়ে অশান্তি বাড়বে বই এতটুকু কম্‌বে না তো?

মায়া। কুদৃষ্টি! কি বলছ, ঠাকুমা?

বিরজা। ওরে মায়া তোরা মা না হ'লে বুঝতে পার্‌বি না। আমার বুকে কি ব্যথাই বাজে রে, যখন ভাবি তোদের এই

অৰ্দ্ধ নগ্ন মূৰ্ত্তির দিকে চেয়ে, পথের দু' পাশের দৃষ্টি কলুষিত হ'য়ে উঠ্ছে।

মায়া। আমি এ জুজুবুড়ী সেজে পথে বে'র হ'তে পার্ব না।

বিরজা। আজ তোমার কলেজ যাওয়া হবে না। গদাধর তিনটের সময় এসে পৌঁছুবে। মস্ত বড় লোকের ছেলে সে। (লতিকার প্রতি) তুমি মা আজ একাই যাও।

[লতিকা মায়ার দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নে বই রাখ্, দিদি ! চল্, পায়ে একটু ঝামা ঘস্‌বি। এ কি মেয়েছেলের পা রে ? দেশের মজুররা রোদে, জলে, মাঠে খেটেও তাদের পা এমন ফাটেনা। এই ননীর পুতুল দেহ, আর পা-যা মেয়েছেলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঐ সব অনাসৃষ্টি পায়ে দিয়ে করেছিস কি, দিদি ?

মায়া। (অভিমান ভরে) স্যাণ্ডেল পায়ে দিলে পা ফাট্‌বে না ?

বিরজা। কেন, কি আবশ্যক ? আমার, তোর মত বয়সে একখানি চওড়া লালপেড়ে সাড়ী প'রে, পা দু'টী রক্ত জবা ক'রে আলতা পরতেম, তোর দাদু যে কি তৃপ্তি পেত'—তা—তার চোখ দেখে বুঝতে পারতেম।

মায়া। তোমার সে রামও নেই ঠাকুমা, কাজেই তেমন সীতারও এ যুগে আবশ্যক নেই।

বিরজা। রাম আছেন কি না জানি নে মায়া, তা ব'লে সীতার

অভাব কেন হবে দিদি? আজ যদি তোরা সীতার মত হ'তে পারিস, দেখ্‌বি কুপ্রবৃত্তি ভরা এই পুরুষগুলো রাম-চরিত্রের স্বাদ বুঝে অমর হ'য়ে যাবে।

মায়া। কলেজ যেতে দিলে না—সারা দুপুরটা কি করবো শুনি?

বিরজা। গদাধর আজ আস্‌ছে। তাকে যদি জয় কর্‌তে পারিস্‌, সে যদি তোকে পায়ে স্থান দেয়, সুখী হবি। এমন ধর্ম্ম-বিশ্বাসী পুরুষ আমি দেখিনি।

মায়া। কে তাঁকে আস্‌তে বলেছে? গদাধর চন্দর ফন্দরের সঙ্গে আমি মিশ্‌তে পারবো না, তা ব'লে রাখ্‌ছি। মা-গো-মা উনিশ বছর বয়স হ'য়েছে ব'লে যত সব উল্লুক-ভল্লুককে পাড়াগাঁ থেকে আমদানী করা হ'চ্ছে।

বিরজা। (হাসিলেন) দূর্‌ ক্ষেপী, আগে তাকে দেখ্‌। বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়। ইংরাজী লেখাপড়া জানে না। বাঙ্গলায় মস্ত বড় পণ্ডিত। তা, তাকে তো ইংরাজী শিখিয়ে নিতে পার্‌বি।

মায়া। ও সব মাষ্টারি আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সে বাঁদরটিকে কি, না আনালেই চল্‌তো না?

বিরজা। বাঁদর বাঁদর করিস্‌ নে বল্‌ছি। তুমিই কি এমন ধিঙ্গি হয়েছ? দু খানা ইংরাজী বই প'ড়ে, পাউডার, ক্রীম মুখে

মেখে, যে মেয়ে সেই মেয়েই আছ। (পথের দিকে চাহিয়া) ঐ যে মেথরাণী যাচ্ছে, ওর দেহেও যা আছে, তোমার দেহেও তাই আর আমারও তাই।

মায়া। ঠাকুমা, এ সব কি বল্‌ছ? ঐ মেথরাণীর সঙ্গে আমার তুলনা কর্‌লে?

বিরজা। তুলনা করিনে দিদি। বল্‌তে চাই শুধু, নারীত্বের দিক হ'তে, ওর সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎ নেই।

মায়া। না নেই!

বিরজা। সত্যই নেই মায়া। আজ ওকে এই সংসারে এনে তোমার সুখ সুবিধার মাঝে রাখো—দেখ্‌বে, সাত দিনের মধ্যেই কি পরিবর্ত্তন! ওসব কথা থাক্, আয় দিদি, পায়ে ঝামা ঘস্‌বি।

[চলিয়া গেলেন।

মায়া। কে কোথাকার গদাধর চন্দ্র আস্‌ছেন। না বাপু, আমাকেও দেখ্‌ছি বাবার মত বাড়ী ছাড়্‌তে হবে। কলেজ যাওয়া হ'ল না যখন, তখন একবার মানসকে ডাকি। টেলিফোন করি।

[টেলিফোন করিতে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যাচিলর বোর্ডিং—রুম নং ৩০

মানসকুমার ও তিনজন লোক বসিয়া কথা কহিতেছিলেন

মানস। দেখুন, আপনারা এই সামান্য পাঁচ সাতশো টাকার জন্য এতটা অস্থির হবেন জান্‌লে, আপনাদের সঙ্গে লেন-দেন কর্‌তেম না। একটু দেরী হয়েছে সত্য, কিন্তু এই হুণ্ডিটা clear হ'য়ে এলেই হাজার পঞ্চাশেক ক্যাস হাতে আসবে। তখন আর আপনাদের মুখের ভাব অমন থাকবে না। কিন্তু মনে রাখবেন, তখন হাজার নাকে কেঁদে সাধলেও, আমার মন গলাতে পারবেন না।

১ম ব্যক্তি। ও সব কথা অনেক শুনেছি ম'শায়। আপনার পঞ্চাশ হাজার, লাখ, আজ দু বছর ধ'রে শুনে আস্‌ছি। বলে দিচ্ছি ম'শায়, আজ হ'তে পনেরো দিনের মধ্যে যদি টাকা না পাই, তবে পথে বে'র হ'লে বেইজ্জত হবেন।

২য় ব্যক্তি। মুখে তো কথা আটকায় না ম'শায়। এ দিকে এই লম্বা ষ্টাইলে আছেন, কিন্তু বছর খানেক ধ'রে বোর্ডিংএ এক পয়সাও দেন নি।

মানস। দেখুন, অনধিকার চর্চ্চায় আপনাদের যত আমোদ,

আমার তত নয়। সময় যে কি মূল্যবান তা তো বুঝ্‌বেন না। আচ্ছা, এবার আসুন আপনারা। দু'ঘণ্টা হ'ল এসেছেন, এত ক'রে বোঝাচ্ছি, এই সহজ বাঙ্গলাটা বুঝ্‌তে পারছেন না যে, উপস্থিত ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স নেই। কি আশ্চর্য্য, হাসালেন এবার— (হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল)

৩য় ব্যক্তি। অনেক বেহায়া দেখিছি ম'শায়, কিন্তু আপনার তুলনা নেই। প্রায় পাঁচশো টাকার জামা কাপড় নিলেন, এক সপ্তাহে বিল দেবেন। ভদ্রলোক, ব্যারিষ্টার মিত্রের মেয়ের সঙ্গে বেড়ান—বিশ্বাস হ'ল দিলাম, আজ দু'বছর হ'তে চল্লো একটি পয়সাও দিলেন না। শুনুন মশায়, এবার পনেরো দিন বাদে যদি ফিরি, খোরাকী জমা দিয়ে আপনাকে জেলে পুরবো। এস হে এস, আবার হাস্‌ছে দেখনা! বেহায়া কোথাকার!

[সকলে চলিয়া গেল।

মানস। যাক্‌, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো। পাওনাদারগুলো এমন ছিনে জোঁক! বাপ্‌—না, সার্‌লে দেখ্‌ছি। ম্যানেজার আসছেন যে? মুখ তো কালবৈশাখী।

ম্যানেজার আসিলেন।

আসুন, আসুন—বসুন—ঠাণ্ডা হোন্‌।

ম্যানেজার। দিন, টাকা দিন।

মানস। টাকাটাই কি সংসারে সব ম্যানেজার বাবু? আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখ্‌ছি—বসুন না।

ম্যানেজার। দেখুন, ও সব মিষ্টি কথা অনেক শুনেছি আপনার কাছে ছ'শো টাকার বেশী পাওনা। আজ অন্ততঃ একশো চাই। না দিলে—

মানস। বুঝ্‌তে পেরেছি। দেখি, ওবেলা ক'রে না হয়—এই সামান্য টাকা ক'টা ফেলেই দেওয়া যাবে।

ম্যানেজার। আচ্ছা, তাই দেখ্‌বো।

[চলিয়া গেলেন।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

মানস। হ্যালো—কে মায়া? কি হুকুম বলো। এখনি যেতে হবে? তাইতো—গ্রেহাম আর লিভারপুল কোম্পানি থেকে দুজন সাহেব এসে ব'সে রয়েছে—অনেক টাকার transaction—রাগ ক'র না মায়া—আমার যদি লাখ টাকাও ডুবে যায়—এখনি আমি যাচ্ছি। তবে কিনা মোটারটা আজও রিপেয়ার হ'য়ে এল না, না—না—এখনি যাচ্ছি—ধন্যবাদ।

[রিসিভার রাখিয়া দিল]

[মানস পকেট হাতড়াইয়া কয়েক আনা পয়সা বাহির করিল]

এইতো পুঁজি। অন্ততঃ দেড়টাকা ট্যাক্সি ভাড়া চাই—আরে গোটাদশেক—কি করা যায়! বেহারা—

বেহারা আসিল।

দেখ্ বাবা জগুধন—একবার দারোয়ানকে ডাক্তো।

[বেহারা চলিয়া গেল ও মানসকুমার ব্যস্ততার সহিত জামা কাপড় বদলাইতে লাগিল]

দারোয়ান আসিল।

দেখ' দারোয়ানজি, গোটা পনেরো টাকা এখনি চাই—পাঁচটাকা সুদ—চব্বিশ ঘণ্টার কড়ারে।

দারোয়ান। আভি লেজিয়ে বাবুজি—লেকেন্ বাৎ ঠিক্ রাখ্না।

মানস। ক্যা বাৎ? আরে, ওহি চিজই মেরা হ্যায়—আউর দুনিয়ামে কুছ নেহি বাবা।

[দারোয়ান টাকা দিয়া চলিয়া গেল

বেহারা, বেহারা—এই হতভাগা, উল্লুক কাঁহাকা, একঠো ট্যাক্সি বোলাও।

[বাহির হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ার বসিবার ঘর।

মায়া পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে ছিলেন।

গান।

ফাগুন শেষ হ'ল ওই।
মম মন্দির সুন্দর
তবু এল কই?
কারে দিব বলো এ গাঁথা মালা
যদি না এল সে নিঠুর কালা,
পূজার এ আয়োজন ব্যর্থ কি হবে মম,
বলো বলো সই।
এ আঁখি বারি কেমনে নিবারি,
কেমনে ভুলিব প্রিয় যে আমারি,
একি হলো সই, একি হলো সই
একি হলো সই একি হলো সই।

মানসকুমার আসিল। মায়া চাহিয়া দেখিলেন ও গানটি আর একবার গাহিয়া শেষ করিলেন।

মানস। চমৎকার! আজ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে, মায়া। যেন স্বপ্ন দেশের পরীর ঘুমের স্বপ্ন মাখা।

মায়া। মানস—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

মানস। সে তো ভালরূপেই জানি। উপায় কিছু ঠিক কর্‌লে, মায়া? এত ভয়ে ভয়ে এসেছি—তিনি কোথায়?

মায়া। বাড়ীতেই আছেন। এখনি এসে প'ড়তে পারেন। তুমি একটু স'রে বস।

মানসকুমার সরিয়া বসিল।

মানস। আচ্ছা, ঠাকুমার বয়স তো অনেক হয়েছে। এক কাজ কর্‌লে হয় না? একটু নাইট্রিক এ্যাসিড দুধের সঙ্গে—

মায়া। যাও, বাজে ব'ক না। কিন্তু জেনে রাখো আমরা যতই স্বাধীন হই না কেন, বাবা তাঁর মা'র অমতে কিছুই কর্‌তে পার্‌বেন না। ভাল কথা মনে পড়েছে, তোমার মিনার্ভা কার্ আজ পর্য্যন্ত রিপেয়ার হ'য়ে এল না। নূতন গাড়ী কিন্‌লে, দেখলেম না পর্য্যন্ত, পথে আস্‌তে আস্‌তে গেল বিগড়ে। আজ ছয় মাস হ'তে চল্লো—সারানো হ'ল না।

মানস। সে কি যে সে কোম্পানির কাজ? দিয়েছি খোদ মিষ্টার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে। যাক্ আরো কিছুদিন সবুর করো। আজ কলেজ গেলে না যে?

মায়া। আজ গদাধর চন্দ্রের আবির্ভাব হবে। ঠাকুমার

কড়া হুকুমে অভ্যর্থনার ভার নিতে হয়েছে। এলেন ব'লে।

মানস। চিনলেম না তো তাঁকে ?

মায়া। আমিও কি ছাই চিনি ? একটু আমোদ যে হচ্ছে না ব'ল্লে, মিথ্যা বলা হবে। সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধের কথা শুনেছ তো ? এবার মজা ক'রে দেখা যাবে, কে হারে কে জেতে। তোমার কারবার কেমন চল্‌ছে মানস ?

মানস। একটা বড় লোকসান হ'য়ে গেছে। এক্সচেঞ্জ হঠাৎ উঠে যাওয়ায় হাজারখানেক পাউণ্ড লোকসান হ'ল। ছাই কাজে কি মন দিতে পারি ? দিন রাত তোমাকেই ভাব্‌বো, না হিসাব ঠিক্‌ রাখ্‌ব ?

মায়া। যাও, মিছে কথা।

মানস। না—সত্য কথা, মায়া। কোথায় ভাব্‌ছি, এই মাসেই আমার বাসনা পূর্ণ হবে—দেখ্‌ছি হ'ল না। ঠাকুমাকে যে সহজে মত করানো যাবে—সে দুশ্চিন্তা আমার নেই। মায়া টাকার অভাব আমার নেই—কিন্তু তোমার অভাব আমাকে এত পীড়ন দিচ্ছে যে—

বিরজাসুন্দরী আসিলেন, মানসকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরজা। [মানসের প্রতি] তোমার নাম বুঝি মানসকুমার ?

মানস। আজ্ঞে হাঁ।

বিরজা। তুমি কি কর বাবা ?

মায়া। ওঁর খুব বড় কারবার। সমস্ত জগতে ওঁর অফিসের এজেণ্ট আছে। দেখ্‌তে এমন সাদা সিধে—

বিরজা। তোমাকে ওকালতি কর্‌তে ডাকি নি। (মানসের প্রতি) তুমি বেশ বড় কারবারী—না, মানস ?

মানস। কি বলেন ! সামান্য দু' পাঁচ লাখ টাকার মানুষ।

বিরজা। তবে আমার একটু উপকার কর তো বাবা। আমার স্বামীর ষ্টেটের রেভিনিউ দেবার সময় হয়েছে, টাকা এসে পৌঁছায়নি। আমাকে হাজার দশেক টাকা দু' একদিনের জন্য ধার দাও তো বাবা। কখন পাব' ?

মায়া। ঠাকুমা !

বিরজা। তুই থাম্ দিদি। কখন পাব' বাবা ? চেক বই সঙ্গে আছে ?

মানস। (পকেট হাতড়াইয়া) আজ্ঞে না, তাড়াতাড়িতে ভুলে এসেছি। টাকাটা কবে চাই ?

বিরজা। কবে নয় বাবা, আজই আবশ্যক।

মানস। জানেন তো আমরা কারবারী লোক—টাকাটা সব সময়ে হাতে থাকে না। যাই হোক্ সন্ধ্যার আগেই দিয়ে যাব।

বিরজা। তবে এস বাবা। মায়ার একটু কাজ আছে। তুমি এখন বাড়ী যাও।

[মানস মায়ার দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল।

বিরজা। মায়া—আমি না তোকে ঐ লোকটার সঙ্গে মিশ্‌তে নিষেধ করেছিলাম ?

মায়া। তুমি ঠাকুমা—সেকেলে মানুষ। তুমি এ কালের সব তাতেই দোষ ধরো। মানসের সঙ্গে মিশ্‌তে বাবা তো, আপত্তি করেন না ?

বিরজা। সে যদি মানুষ হ'ত—তা হ'লে ভাব্‌না কি ? বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এলেই, মানুষ হয় না দিদি। এই মানসকুমারকে দেখ্‌লেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। যেমন মেয়ে মানুষের মত লম্বা চুল, তেমনি নাকি সুরে কথা। আর সব চেয়ে খারাপ ওর চোখের চাহনি। যেন সর্পদৃষ্টি। আমি আড়াল হ'তে দেখ্‌ছিলাম—ওর চোখ দু'টোর বিষ আমার মায়ার সারা দেহকে বিষিয়ে তুল্‌ছে।

মায়া। এবার আমি সত্যই বিষ খাব ঠাকুমা।

বিরজা। তুই কেন বিষ খেতে যাবি দিদি ? ভগবান যে অমৃত তোর মাঝে দিয়েছেন, কত ভাঙ্গড় ভোলা অমর হ'য়ে যাবে। মায়া, শুধু মানুষ চিন্‌তে শেখ্‌। এই মানসকুমার যে দু' পাঁচলাখ টাকার মানুষ এ আমি চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না।

মায়া। কেন, আমি কি জানি না ?

বিরজা। শুনেছিস্‌, চোখে দেখিস্‌ নি। দেখেছিস্‌ শুধু ওর বাইরের ভড়ং। কিন্তু আমি আজ দেখেছি। যখন ট্যাক্সি হ'তে

নামলো—ট্যাকে দশপাক দেওয়া দুখানা নোট বার করলে। একখানা দশটাকার আর একখানা পাঁচ টাকার। ঘামে ভিজে গেছে। পাঁচটাকার নোটখানা চালকের হাতে দিয়ে—অন্ততঃ তিন চার বার মিটারটা পরীক্ষা করলে ও প্রত্যেক আনি দুয়ানিটি বার বার বাজিয়ে নিলে। যে লোক অত টাকার মানুষ, সে কি অমন ক'রে টাকা রাখে—না, মিটার দেখে ?

মায়া। তা ব'লে বাজে পয়সা নষ্ট করা ভালো ?

বিরজা। ওরে মায়া তা বলছি না। ট্যাক্সি চড়ে কারা ? বড় লোকে চড়ে না। চড়ে, বিশেষ ক'রে, যাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, যারা ধার ক'রে মান বাঁচাতে চায়। তারপর দেখলেম, জুতা জোড়াটা অন্ততঃ দশবার রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিলে—আর সেই রুমালে চশমা ও মুখ মুছে নিলে। এই সব ছোট নজর যাদের, তাদের উপর কি লক্ষ্মীশ্রী থাকতে পারে ? আমি কেন টাকা চাইলেম জানিস্ ? ও আর এ মুখো হবে না। তুইও মোহ হ'তে মুক্তি পাবি, আমিও নিশ্চিন্ত হব।

মায়া। যাও, আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। দশ হাজার টাকা আবার টাকা—ভারি টাকা—মানস ইচ্ছা করলে ছিনিমিনি খেলতে পারে।

বিরজা। [হাসিয়া] তাই দেখবো। এখন বোস—গদাধর এখনি আসতে পারে। আমার একটু কাজ আছে সেরে আসি।

মায়া। ঠাকুমার সব মিছে কথা। আমি যেন মানুষ চিনি না! লেখাপড়া শিখিনি!

[নেপথ্যে—দ্বারবান, "এই বাবু মৎ যাও"]

গদাধর বাবু আসিলেন, পায়ে মোজা, কড়া ইস্ত্রী করা সার্ট, হাতে বাঁশের মোটা ছড়ি, গলায় চাদর, বাম হাতে ব্যাগ।

গদা। কাহে নেহি যাগা? চিল্লাও মৎ।

[মায়াকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলেন]

মায়া। কে আপনি?

গদা। আমি গদাধর মল্লিক। আমার মাসিমা এখানে থাকেন। আমি নবগ্রাম হ'তে আস্ছি। এই দারোয়ানটা তা বুঝ্বে না— ফটক হ'তে তাড়া করেছে।

মায়া। হনুমান সিং যাও।

[দ্বারবান চলিয়া গেল।

[মায়া গদাধরের অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গদা। মাসিমা কোথায়? আচ্ছা থাক্—তাড়াতাড়ি নেই। ব্যাগটা রাখতো?

মায়া। [ক্রুদ্ধস্বরে] চাকর ডেকে দিচ্ছি, তাকে দেবেন।

গদা। [আশ্চর্য্য স্বরে] চাকর কেন? তুমি তো মিত্র সাহেবের মেয়ে?

মায়া। [উত্তর দিলেন না]

গদা। এতে যে অনেকগুলো টাকা আছে। ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। চাকরের হাতে দেবে ?

মায়া। আপনি কি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বল্‌তেও জানেন না ?

গদা। হাসালে তুমি। আমিও তো ভদ্রলোক।

মায়া। Idiot.

গদা। বাঙ্গলায় বলো, আমি তো ইংরাজী জানি নে। বেশ, ব্যাগটা নিয়ে যত গোলমাল, থাক্ এইখানে। মাসিমা এলে দেওয়া যাবে। বাপ্ কি রোদ্দুর। আর এটা কি আজব সহর—কেউ গ্রাহ্যই করো না। একটু বস্‌তে পারি বোধ হয়—কি বলো ?

[হাসিলেন ও বসিলেন ও চাদর ঘুরাইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন)

মায়া। [পাখার স্বইচ টিপিয়া দিলেন]

গদা। আঃ, বাঁচালে। তুমি না কি অনেকগুলো পাশ করেছ ? দিন কতক থাক্‌বো মনে ক'রে এসেছি। তোমাদের কোন অসুবিধা হ'তে দেব না। তুমি অমন ক'রে আমার দিকে চাইছ কেন বলতো ? ভালো কথা, তামাক টামাকের যোগাড় আছে ?

মায়া। আমাকে সাজ্‌তে হবে ?

গদা। আহা ভুল বোঝ কেন ? চাকর বাকরের কাজ তারা

করবে। কি যে বলো—তুমি অত ইংরেজী শিখেছ—তুমি যাবে—তামাক সাজতে? [হাসিলেন] একি আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে? যে বাড়ীতে কেউ আত্মীয় স্বজন এলে পা ধোবার জল দেবে—তামাক দেবে। আহা—তোমার নামটা—মনে পড়্ছে না তো?

মায়া। কোনো আবশ্যক নেই।

গদা। আবশ্যক নেই? কি ব'লে ডাক্‌বো? সত্যই তুমি এবার আমাকে হাসালে। এত শিক্ষিতা হ'য়ে কি না—

মায়া। আপনি বসুন, ঠাকুমা'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গদা। আহা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল তো? তুমি ব'স না ঐ চেয়ারটায়, একটু আলাপ ক'রে নেওয়া যাক্। তোমাদের মত বিদুষী মেয়ে তো আর পল্লীগ্রামে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কি উন্নতিই করেছ তোমরা। সময়ে সময়ে ভাবি, আমার মানব জন্মই ভগবান বৃথা ক'রে দিলেন। না পেলেম তোমাদের জান্‌তে, না পেলেম তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে।

মায়া। তার মানে?

গদা। খুব সরল। এই মানের জ্বালাতেই এক এক সময়ে মনে হয়—দড়ি পাকিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি। ছেলে বেলায় যখন পাঠশালে পড়্‌তেম, একদিন হয়েছিল কি, মানে বল্‌তে না পারায়—গুরু মহাশয় এমন গোবেড়েন করেছিলেন—যা আজ

পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পারি নি। একটা জিনিষের মানে যে কত রকম হয়—তা বলা যেমন শক্ত তেমনি ধৃষ্টতা। লেখক লিখ্‌লেন, আমার মনে হ'ল এমন অশ্লীল যা মা বোনের হাতে তো দেওয়া যায়ই না—উপরন্তু নিজেকেও শঙ্কিত হ'তে হয়। কিন্তু এমনি মজা, সেই লেখার এমন সুন্দর টীকা-ভাষ্য বের হ'ল—অবাক হ'য়ে ভাব্‌তে হ'ল—আহা কি লেখাই না বের হয়েছে। লেখকের সোনার দোয়াত কলম হোক্‌।

মায়া। আজ্ঞে, প্রভু তাই তো!

গদা। পাঠশালের বিদ্যে শেষ ক'রে যাই টোলে। সে টিকির কাছ হ'তে যা পেলুম, তাই ভাঙ্গিয়ে এখন খাওয়া হ'চ্ছে। [মায়ার মাথার দিকে চাহিয়া] এ রকম চুল বাঁধার ফ্যাসান নূতন বের হ'য়েছে বুঝি? কান দু'টাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছ? কেন, কান দু'টো কি কোন অন্যায় ভাবের দ্যোতক ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে? আমার শিখ্‌তে ইচ্ছে যায়। যদি আমাদের পাড়াগাঁয়েও চালাতে পারি। শিখিয়ে দেবে?

মায়া। এমনি ক'রে আপনি যদি চলেন—আপনাকে অনেক কিছুই শিখ্‌তে হবে।

দ্রুতপদে মানসকুমার আসিলেন।

একি?

মানস। মায়া, ঠাকুমা—নেই তো। একটা কথা বল্‌তে

এলাম। দিল্লি হ'তে এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম—আমাকে এখনি দার্জ্জিলিং মেলে দিল্লী যেতে হবে।

মায়া। দার্জ্জিলিং মেলে, দিল্লী?

মানস। না না—দার্জ্জিলিং মেলে নয়। দূর ছাই, ট্রেনের নামটাও মনে পড়্ছে না। [ভাবিতে লাগিল]

মায়া। সেটা টাইম টেবেল দেখে না হয় ঠিক ক'র।

মানস। তাই দিন কতকের জন্য তোমার ছুটী চাই, মায়া [মায়ার হাত দুটী ধরিল] লক্ষ্মিটি, মনে কিছু ক'র না।

মায়া। না গেলেই নয়?

মানস। অনেকগুলো টাকা লোকসান হবে মায়া।

মায়া। কিন্তু ঠাকুমাকে যে কথা দিয়েছ—

মানস। এমনি মজা, এই সময়েই হাতে সামান্য দশ হাজার টাকাও নেই।

মায়া। কিন্তু মানস, ঠাকুমা টাকা না পেলে (অনুচ্চস্বরে) তোমার এ বাড়ীতে আসা যাওয়া বন্ধও হ'তে পারে।

মানস। তা কি বুঝি না? এই সামান্য টাকা—তাও দু'চার দিনের জন্য।

গদা। (সশব্দে হাই তুলিলেন)

মানস। (ফিরিয়া চাহিল) ও বাবা! (উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন) (এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া) মায়া, একটু চা'এর

যোগাড় হয় না ?

মায়া। একটু অপেক্ষা কর, এখনি দিচ্ছি। (অনুচ্চস্বরে) ঐ বস্তুটির সঙ্গে আলাপ কর সুখ পাবে।

[চলিয়া গেলেন।

গদা। একি, মানসকুমার তুমি এখানে ?

মানস। এঁ্যা, আপনি গদাধর বাবু, আপনি এখানে ?

গদা। একটু আবশ্যকে এসেছি, মানস্। তুমি এখানে কি কর্‌ছ ?

মানস। এঁরা আমার আত্মীয়া হন।

গদা। হুঁ, তোমার কারবার কেমন চল্‌ছে ?

মানস। বড় মন্দ নয়, গদাধর বাবু। বছরে উপস্থিত লাখ খানেক ক'রে হয়।

গদা। বল কি হে ? বেশ্ বেশ্। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও, একদিন দেখা কর্‌ব।

মানস। আপনার তো আমাকে এখনও ঠিক মনে আছে ?

গদা। থাক্‌বে না ? কি চীজ যে তোমরা, তা সেবারে বুঝেছি। বেড়াতে গেলে আমার জমিদারীতে, আমার খুড়তুতো ভায়ের সঙ্গে। কি লঙ্কাকাণ্ড না ক'রে এসেছ বল দেখি ? মাছ মেরে, বাগান লণ্ড ভণ্ড ক'রে, শেষ কালে—

মানস। (হাত যোড় করিয়া) চুপ্ করুন, চুপ্ করুন,

আপনার দু'টি পায়ে ধ'রছি, সে কথাগুলো আর এখানে তুলবেন না।

গদা। দেখ্‌ছি, তুমি সেই রকমই আছ। এঁদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

মানস। সে কথা পরে বল্‌ব। আমি উপস্থিত একটু বিপদে পড়েছি, আমায় উদ্ধার কর্‌তে পারেন?

গদা। তোমার বিপদের তো আর অন্ত নেই। হাজার দশেক টাকা চাও বোধ হয়, দু দিনের কড়ারে?

মানস। কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, জানিনে। দেবেন? আপনি তো আমাকে চেনেন।

গদা। বেশ চিনি। (কি ভাবিলেন) তুমি টাকাটা এঁদের ধারো, না, এঁদের ধার দেবে?

মানস। ধারি? আরে ফুঃ ফুঃ। ধার দেব। এরা লাটের খাজনা দাখিল কর্‌বেন। যদি দেন তো, দেরী কর্‌বেন না।

গদা। ব্যাগ খুল্‌তে আর দেরী কি?

(ব্যাগ খুলিয়া টাকা দিলেন)

মানস। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কি উপকার যে কর্‌লেন, কি আর বল্‌ব। দু'চার দিনের মধ্যেই পাবেন।

গদা। তা জানি। (হাসিলেন) আর একবার বোধ হয় দু'দিনের কড়ারে হাজার পাঁচেক নিয়েছিলে। (হাসিয়া উঠিলেন)

মানস। সে কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না। সে টাকাটা আর দিতে মনেই ছিল না—আচ্ছা, একটা মোটা বিল শীঘ্র পাব, দিয়ে দেওয়া যাবে। দেখুন গদাধর বাবু, এই টাকার লেন-দেনের কথা এঁরা যেন না জান্‌তে পারেন। আমার সম্মানে দাগ লাগতে পারে।

গদা। তোমার সম্মান অটুট্ রাখতেই না তোমাকে সাহায্য কর্‌লেম।

মায়া ও বিরজাসুন্দরী আসিলেন।

বিরজা। এসেছ, বাবা ?

গদা। (প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন) আস্‌ব না ? আপনি ডেকেছেন। মাসিমা, এই ব্যাগটা রেখে দিন তো।

বিরজা। মায়া, নে ব্যাগটা। এস বাবা গদাধর বাড়ীর ভিতর। মানস, কিছু দরকার আছে কি ?

মানস। (চুপে চুপে) ঠাকুমা এই টাকাটা নিন। নয় হাজার হ'ল। আশা করি এতেই কাজ চ'লে যাবে ?

বিরজা। (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) আচ্ছা, বাবা বেঁচে থাক। দু' দিনের ভিতর ফেরৎ পাবে। আচ্ছা, এস এখন। গদাধর, মায়া তোমরা ভিতরে এস।

[গদাধর ও বিরজাসুন্দরী চলিয়া গেলেন

মায়া। (সোল্লাসে) মানস, তবে এতক্ষণ দুষ্টামি হচ্ছিল, না ?

মানস। মায়া, সুখী হয়েছ ? ভারি তো টাকা !

মায়া। এমন দুর্ভাবনা হয়েছিল ! এখন এস তবে।

মানস। (চলিয়া যাইতেছিল)

মায়া। চা খাবে দাঁড়াও।

মানস। মাপ কর মায়া, আর দেরী কর্‌তে পারি নে। আজ খুচরো paymentএর তারিখ কিনা—চল্লুম। [চলিয়া গেল।

মায়া। ঠাকুমার ভুল ভাঙ্গলো এবার। কি আনন্দই হচ্ছে !

[চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

ব্যারিষ্টার মিত্রের অন্তঃপুর

মায়া, গদাধর ও বিরজাসুন্দরী আসিলেন

মায়ার হাতে ব্যাগ

বিরজা। নে দিদি ব্যাগটা রেখে দে। বস' বাবা, একটু জল মুখে দাও। মুখ শুকিয়ে কি হয়েছে, গদাধর ? মায়া, দেখ্‌ছিস কি ? আমাকে আরতির বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। জল খাওয়া, দিদি। তবুও দাঁড়িয়ে রইলি, মায়া ?

মায়া। (অস্ফুটস্বরে) আমি পার্‌ব' না। যা মাথা ধরেছে !

বিরজা। (মায়ার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) পাগ্‌লী —অমন করে না, ছিঃ। (চলিয়া গেলেন)

মায়া। (দুষ্টামির হাসি ঠোঁটে মাখানো) প্রভু, জলযোগের আজ্ঞা হো'ক্ !

(গদাধর চারিদিক ঘুরিয়া ছবি দেখিতেছিলেন)

গদা। (সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাহিয়া) তোমার কথা বল্‌বের ধারা ভারি মিষ্ট। যে ভাগ্যবান দিন রাত শুন্‌বের অধিকারী হবেন, তাঁকে আমি হিংসা করি।

মায়া। কবিতা ছাড়ুন, জল খেতে বসুন। (গদাধর ছবি দেখিতেছিলেন) শুন্‌তে পাচ্ছেন না ? এখনি ঠাকুমা এসে, আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় ক'রবেন। এ কি প্রভু ? (হাসিলেন)

গদা। আমি কি ভাব্‌ছি জান ? তুমি বেশী সুন্দর, না এই ছবিটা।

মায়া। মা—গো—মা, আস্‌তে না আস্‌তেই রোগে ধ'রেছে।

গদা। ছবিটা তোমার তুলনায় বিশ্রী। কিন্তু—

মায়া। তবে আবার কিন্তু কেন, প্রভু ?

গদা। ভয় হয় না ছবিতে কথা কয়না ব'লে। তোমার উপর আমার যেটুকু ভক্তি না হচ্ছে—তার বেশী হচ্ছে এই ছবিটাকে তুমি বড় বেশী বাচাল।

মায়া। এরই মধ্যে মিষ্ট কথায় অরুচি ধর্‌লো, প্রভু ?

গদা। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা, 'সাত্‌ চড়েও কথা কয় না। একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর নূতন বধূর বয়স আন্দাজ তেরো কি চৌদ্দ হবে, বন্ধু দুঃখ কর্‌ছিলেন—এমনি তিনি লজ্জাশীলা যে, রাত্রে অন্ধকারেও ঘোমটা খোলেন না। কথা কওয়া তো ভিন্ন ব্যাপার।

মায়া। আহা! সাবিত্রী সতীলক্ষ্মী!

গদা। দেখ, তোমরা বুঝ্‌বে না। কিন্তু সেই সব মেয়েকে আমরা আপন ব'লে ভাব্‌তে পারি, এতটুকু মনে সঙ্কোচ হয় না মিশ্‌তে। এমন ক'রে বুকের ভিতর কাঁপুনী ধরে না।

মায়া। যেমন আমাকে দেখে প্রভুর হচ্ছে ?

গদা। ঠিক ধরেছ। তোমাদের দূর্ হ'তে ভারি সুন্দর মনে হয়। কি মনে হয়, শুন্‌বে ?

মায়া। শুন্‌ব', আপনার জলযোগের পরে। (ক্রুদ্ধস্বরে) আসুন ব'ল্‌ছি।

গদা। এ কি! ধমক দিচ্ছ ?

(হাসিতে লাগিলেন ও জল খাইতে বসিলেন ও বেপরোয়াভাবে গিলিতে লাগিলেন)

মায়া। (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছিলেন)

গদা। ব্যস্, এবার হয়েছে তো—পান কই ?

মায়া। পান আমরা খাই না।

গদা। অবাক ক'র্‌লে তুমি। যা খাও না তা বুঝি অপরকেও খেতে দাও না?

মায়া। প্রভু, এখন আমি যেতে পারি?

গদা। ঐ ভয়েই জল খেতে চাইনে। তোমার আমাকে কি মনে হয়? বাঘ না ভালুক, না বাঁদর?

মায়া। সত্য যদি বলি আপনি তো সুখী হবেন না।

গদা। তবে, তুমি এতক্ষণ ধরে যা বল্লে সব কি মিথ্যা?

মায়া। আপনি এখন কি ক'রতে চান?

গদা। কিছু না। এস না একটু গল্প করি। আচ্ছা, তোমরা গয়না পর'না কেন?

মায়া। পরি না, ভাল লাগে না।

গদা। বোধ হয় তা নয়।

মায়া। তবে কি, প্রভু?

গদা। আমি জানি। একবার আমার এক বন্ধু গল্প ক'রে-ছিলেন। তিনি বল্লেন, যে সব মেয়েদের গায়ে বাইরের হাওয়ার জোয়ার লেগেছে তাঁদের স্বামীরা তাঁদের বোকা বানিয়ে রেখেছেন।

মায়া। অর্থাৎ?

গদা। সেমিজ আর রঙ্গীন কাপড় যোটাতেই তাঁরা অস্থির হ'য়ে পড়েন, তা নিরেট সোণার গহনা দিতে পারবেন কোথা হ'তে।

তাই এটা একটা নূতন আমদানী ফ্যাসানে দাঁড় করিয়েছেন। স্বামী বেচারারাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। দু'চার খানা জামা কাপড় আর পায়ে হাঁটিয়ে বেড়ান'। সবদিকেই সুবিধা।

মায়া। তাই নাকি ?

গদা। দেখ', এই মেয়ে মাত্রেই এক বিষয়ে তাঁরা এক। তা তিনি শিক্ষিতাই হোন্ বা আমার মত মূর্খই হোন্।

মায়া। কোন্ বিষয়ে, প্রভু ?

গদা। যথা, অপরিচিতের প্রতি অযথা কৌতূহল। তোমাদের হাজার সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রাখুক্, আত্মীয়েরা আত্মীয় হ'তে আত্মীয়তম হো'ক্, তাতেও যেন তৃপ্তি পাও না। ধর' এই যেমন আমি। আমাকে জান্বার, বোঝ্বার এই যে তোমার অহেতুকি কৌতুহল, কত অস্বাভাবিক, তোমার চোখে, আমার চোখে হয়তঃ পড়্ছে না, কিন্তু তোমাকে যে বুকের রক্তের মত প্রিয় ভাবে, তার প্রাণে যাতনা হয়।

মায়া। (বিস্মিতা হইয়া চাহিয়াছিলেন) আপনি জান্লেন, কি ক'রে ?

গদা। আমি কি ছাই জান্তেম ! অনেকবার ঠকেছি কি না !

মায়া। কাউকে ভালবেসেছিলেন বোধ হয় ?

(মায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

গদা। উহুঁ।

মায়া। তবে ?

গদা। তবে শোন। ভালবাসা তোমরা যাকে বল আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারি নে। আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে, দখিন বাতাস খেয়ে, আমার কোন'দিন ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে প্রেম, তা যে কি বস্তু আমি জানিনে। আমি জানি, যে আমার আপন সে শুধু একান্ত ভাবে আমারি। আমার প্রাণ চায়, সে যেন দৃঢ় বিশ্বাস করে আমি একান্ত ভাবে তাহারি। ব্যস্, তারপর ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাৎ আমাদের দু'জনকে ঘিরে নৃত্য করুক, দৃক্‌পাত করব' না।

মায়া। (হাসিয়া) এ যে এক কথায় মেঘদূত, শকুন্তলা, চণ্ডীদাস।

গদা। তবুও আমি মেয়েছেলেকে ঘৃণা করি।

মায়া। সত্যি বল্‌ছেন ?

গদা। না, পুরা সত্য হ'ল না। আমি মেয়েছেলেকে ঘৃণাও করি, পূজাও করি। পূজা করি ঘৃনীত অংশটুকু বাদ দিয়ে। ঘৃণা করি পূজার দেবত্বটুকু আলাদা ক'রে।

মায়া। ঠিক বুঝতে পারলেম না, প্রভু।

গদা। সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠো, তখন তোমারি দেহের পচা গন্ধে তুমি বিরক্ত হও না ? আমি ভাবি, দু চার ঘণ্টা ঘুমের পরে মানুষের দেহে যখন এত দুর্গন্ধ হয় তখন তাদের ভিতর কত

না ঘৃণার জিনিষ ভরা আছে। তুমি ভেব না, এই জন্য তোমাদের ঘৃণা করি। ঘৃণা করি, যখন তোমরা নিজেকে ঠকাও।

মায়া। নিজেকে ঠকাই?

গদা। আলবৎ ঠকাও। ঠকাও না? বিশেষ ক'রে তোমরা শিক্ষিতারা। কাকে যে ভালবাস কাকে যে বাসনা, অভিনয় ক'রতে ক'রতে নিজেকেই সন্দেহ ক'রে বসো। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, তোমরা চল হিসেব ক'রে, হাস নিক্তি ধ'রে, কথা যা বল, তা অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভাষা নয়, অপরের শিখান বুলিতে। তোমরা ঠিক যেন কলের পুঁতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছ। নিজেকে যে তোমাদের কতবার নূতন ক'রে গড়ে নিতে হয়, নূতন নূতন লোকের কাছে, তা আমার অপেক্ষা তোমরা ভাল বোঝ। আমি তোমাদের প্রবৃত্তির ঐ অংশটাকে ঘৃণা করি।

মায়া। আর পূজা?

গদা। যখন দেখি, মোহ-মুক্তির বাহিরে আসল নারীত্বের রূপ। চোখ আমার জুড়িয়ে যায়, প্রাণ আমার শীতল হয়।

মায়া। আপনি যে তাই শিক্ষিত নন?

গদা। আমি তো ইংরেজী জানিনে। বাঙ্গলা আবার ভাষা পাড়াগাঁয়ে আবার শিক্ষিত থাকে!

মায়া। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ।

গদা। একি, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লে যে? আমাকে অন্য

কিছু ভেবে দুর্ভাবনা আনা, আর মানুষ কেন মাথায় হাঁটে না, তার সূত্র বের্ ক'রতে যাওয়া একই কথা। এই চাবিটা রাখতো, যদি সময় পাও আমার ব্যাগটা একটু গুছিয়ে রেখো। আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

মায়া। কখন্ ফির্‌বেন ?

গদা। যখন অসহ্য হবে। আমার জন্য পথ চেয়ে কেউ ব'সে থাক্‌বে সে দুর্ভাবনা তো আমার নেই। (জোরে হাসিলেন)

মায়া। না—তা নেই। তবুও একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা তো উপেক্ষা ক'রতে পারবেন্ না। আচ্ছা আসুন।

গদা। মাসি-মাকে জানিয়ে রেখো। ব্যাগটা ঠিক ক'র্‌তে ভুল না যেন। (চলিয়া গেলেন)

মায়া। আমার আবার কি হ'ল ! সমস্ত ধারণাকে যেন ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিনে। (চাবির গোছা নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিলেন ও কিছুক্ষণ পরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) আমার এ কি দুর্ব্বলতা ! কার সঙ্গে কার তুলনা। শিক্ষিত, ধনী, রূপবান অকৃত্রিম হৃদয় মানস, আর এই মূর্খ ? পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন) না, এ ভাবনা ভাবা হবে না। মহাপ্রভু আবার একটা হুকুম ক'রে গেলেন। রাখি, প্রভুর ব্যাগটা গুছিয়ে। (ব্যাগ খুলিলেন ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া

রহিলেন) একি ! এ যে নোটে বোঝাই। একটা সুট্‌কেসে এত টাকা ? (নোটের থাক্‌ গুণিতে লাগিলেন) নব্বই হাজার টাকা। এটা কি ? নোটের হিসাব লেখা কাগজ। দেখি, মিলিয়ে দেখি। (মিলাইতে লাগিলেন) এ কি, দশ হাজার কম ! (ভাবিতে লাগিলেন) তা ও কি সম্ভব ! (মুখ বিবর্ণ হইল) (মায়া নতনেত্রে বসিয়া রহিলেন ও চোখ জলে ভরিয়া আসিল) এ্যাঁ, তাও কি সম্ভব !

পঞ্চম দৃশ্য

পূজার ঘর

৺মদনমোহন দেবের আরতি হইতেছিল,
বিরজাসুন্দরী নির্নিমেষ নয়নে দেবমূর্ত্তির
দিকে চাহিয়া ছিলেন। মায়া কোন্‌
সময়ে আসিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন।

আরতি শেষ হইল। পুরোহিত পূজোপকরণ লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিরজা। মায়া, একটা গান গা দিদি।

মায়া। (হাসিলেন ও গাহিলেন)

গান

বাজে, মঙ্গল শঙ্খ ঘরে ঘরে।
বলে সন্ধ্যা হ'ল প্রিয় এস ফিরে।
তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দেয়
নববধূ লাজনত মুখে
করম অন্তে আসিছেন প্রিয়তম
বুকখানি ভরে কোন্ সুখে,
তাই, সোনালি হাসিটুকু, পলকে ঝলসি
ফুটে ওঠে রাঙা তার অধরে।:

বিরজা। প্রাণ জুড়িয়ে গেল রে তোর গান শুনে। নে দিদি, প্রণাম কর্।

মায়া। কাকে প্রণাম ক'র্‌ব, ঠাকুমা? তোমার ঐ সাজান গয়না পরা পুতুলকে?

বিরজা। কি বল্‌লি মায়া, পুতুল? (বজ্রাহত ভাবে চাহিলেন)

মায়া। তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, ঠাকুমা? আমার ইচ্ছা যায়,

তোমার মদনমোহনকে কোলে নিয়ে বেড়াই। ভা—রী মজা হয় তা হ'লে।

বিরজা। মায়া! (কর্কশ স্বরে ডাকিলেন) মায়া!

মায়া। এ কি! তুমি আমায় ভৎর্সনা কর্‌ছ, ঠাকুমা?

বিরজা। (কঠিন স্বরে) প্রণাম কর্, মায়া! আমি বল্‌ছি।

মায়া। আমি কর্‌ব না।

বিরজা। আমি আত্মহত্যা কর্‌ব মায়া। মিত্তির বংশে এমন কুলাঙ্গার থাক্‌তে আমি প্রাণ রাখ্‌ব না। এখনও বল্‌ছি, প্রণাম কর্!

মায়া। (অভিমান ভরে) এই নাও—এই নাও—এই নাও।

(মাথা ঠুকিতে লাগিলেন)

[একখানি গরদের কাপড় ও গলায় চাদর দিয়া গদাধর আসিলেন ও দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মায়ার দিকে সস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

(বিরজাসুন্দরী কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মায়া মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। গদাধর দাঁড়াইয়া রহিলেন কিছুক্ষণ পরে বিরজাসুন্দরী হাস্যমুখে প্রবেশ করিয়া কহিলেন)

বিরজা। গদাধর তোমরা দু'জনে একটু গল্প কর, বাবা! আমি তোমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করি গে। মায়া, দিদি!

[হাসিতেছিলেন।

মায়া। (ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) এমন মাথায় বেজেছে!

বিরজা। গদাধর, পাগলিকে একটু বুঝিয়ে দাও তো বাবা কেন ঠাকুরকে প্রণাম ক'র্‌তে হয়। বেশ্ তো, তোমরা এখানে ব'সেই গল্প করো। (চলিয়া গেলেন)

গদা। মায়া!

মায়া। আজ্ঞা হোক্, প্রভু।

(মায়ার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল)

গদা। মায়া, আজ যা দেখ্‌লেম তোমাদের ক'লকাতায়, এমনটি দেখ্‌ব ব'লে আশা করিনি। এই দশবছর পরে এলাম। এত পরিবর্ত্তন!

মায়া। পরিবর্ত্তনের এই তো সুরু প্রভু। খাঁচার পাখী রাধা কৃষ্ণ বুলি ছাড়্‌ছে, সে খবর তো সেই জলা জমিদারী হ'তে রাখেন্ নি! আশ্চর্য্য হবেনই তো।

গদা। কোন দিনই পাখীকে খাঁচায় পুরিনি আমরা। ঐ যে সিংহাসনে দেবমূর্ত্তি; ভক্তিভাবে, শুদ্ধাচারে, কায়মনোপ্রাণে আমাদের ভক্তির অর্ঘ প্রাণ উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে—এই বাঁধন কষণের মাঝে রেখেছি—তা থেকে কি শিক্‌লি ভাঙ্গবের বাসনা ওঁর মনে উদয় হ'তে পারে? এ তো শিকল নয়, মায়া, এ পূজা।

মায়া। হ্যাঁ, পূজাই বটে! নিজেরা স্বাধীন হ'য়ে, যা খুসী তাই ক'রে বেড়াবেন, আর মর্ তোরা খাঁচায় পোরা। নিজের শিক্ষায়, দীক্ষায় জগতে প্রতিভাবান্ ব'লে পরিচিত হবেন, আর আমরা মূর্খা, অবলা সরলা হ'য়ে স্বামী ঘর করি, ছেলে মানুষ করি, জীবনান্ত ক'রে খেটে' নানা রোগ ধরিয়ে অকালমৃত্যু আলিঙ্গন করি। ধন্য প্রভু, ধন্য আপনাদের মহিমা।

গদা। দেখ', তোমার কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার প্রাণে বড় বাজে, মানুষ যখন ভুল পথে চ'লে, তারি গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে সেটাকে জাহির ক'র্‌তে চায়। আমরা কোন দিন দাসী ক'রে রাখিনি। চিরদিনই দেবীত্বের সম্মান দিয়ে আস্‌ছি। বাইরের ঝড়, ঝঞ্ঝা হ'তে, আপদ, বিপদ হ'তে, প্রলোভনের পিচ্ছল পথ হ'তে তোমাদের দূরে রেখে, নিরাপদে রাখবার প্রচেষ্টাই আমরা সারাজীবন ধ'রে সাধনা করি।

মায়া। আহা তাই বটে! সেকালের মেয়েরা তাই বিশ্বাস ক'র্‌ত। এখন চাল ধরা পড়েছে। ফাঁকি বাজি আর চল্‌ছে না, প্রভু!

গদা। খোড়ো ঘরে আগুন লাগা দেখেছ, মায়া?

মায়া। দেখেছি। কিন্তু এ আগুন আমাদের ঘরে লাগেনি, প্রভু। আগুন লেগেছে আপনাদের ধাপ্পাবাজীর ঘরে।

গদা। সে কথা পরে হবে। যখন খোড়ো ঘরে আগুন লাগে

—সে কি ভীষণ তেজে ঘরখানাকে গ্রাস ক'রতে চায়। তারপর যখন তার ক্ষুধা মেটে—খাবার ফুরিয়ে যায়, তখন আপনা হ'তেই নির্ব্বান হ'য়ে যায়।

মায়া। এবার ভাষ্যের টীকা হোক, প্রভূ!

গদা। তেমনি ক্ষুধা তোমাদের পেয়েছে। তাই তোমরা ভিতরের বাঁধন ভেঙ্গে, বাইরের যা কিছু অপরিচিত, গ্রাস ক'র্‌তে সুরু করেছ। যে জিনিষ তোমাদের সহ্য হবে না ভেবে আমরা প্রাণপণে তোমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিলাম, সেই মঙ্গলকে ধাপ্পা ভেবে অমঙ্গলের ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছ। এ ক্ষুধা বেশী দিন থাকে না—থাকবেও না। তখন তোমরা বাঁধন-হারা উচ্ছৃঙ্খলের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে আবার বাঁধন খুঁজে বেড়াবে।

মায়া। ধন্য প্রভু ধন্য! একধারে দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী, ভবিষ্যদ্বক্তা।

গদা। ভগবানের সৃষ্টি ব্যর্থ করা সাধ্য কি মানুষের? তাঁর সৃষ্টি নর—কর্ম্মী, বলিষ্ঠ, সহ্যশীল। নারী-কোমলা, স্নেহশীলা, মাতা। ছন্নছাড়া পুরুষ, দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করলে নারীকে। সেই নারী আজ পুরুষভাবাপন্ন হ'য়ে, পুরুষকেই ঘৃণা ক'র্‌তে চায়, এর চেয়ে হাস্‌বার জিনিষ বাঙ্গলায় আর কিছু আছে ব'লে আমার জানা নেই। [হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মায়া। ঐ একই যুক্তি সবার মুখে। নারী সন্তান প্রসব করুক্, ঝি বাঁদি হ'য়ে পুরুষের ঘর করুক্। ব্যস্, আর পুরুষ তাকে মাঝে মাঝে তোয়াজ করুক্, দেবী, দেবী, দেবী। আহা, দেবীত্বই বটে!

গদা। কি ক'রতে চাও তোমরা? কি ক'রতে পার তোমরা? তোমাদের তুমি যা বল্লে তা সাধন করা ছাড়া আর কি ক'রতে পার? তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হ'ত, তা হ'লে নারীকে এমন কোমল প্রকৃতি দিয়ে পাঠাতেন না।

মায়া। ভগবান-ভগবান ক'রবেন না। যা দেখেন নি, যা দেখাতে পারেন না, তারই দোহাই দিয়ে জিত্তে হবে না। আমরা ওসব বাঁধা বুলি—সাধা গৎ আর শুন্তে চাইনে। পুরুষকে আর একা ভোগ ক'রতে দেব না মশাই। চুল চিরে অর্দ্ধেক ভাগ নেব।

গদা। ষোল আনা ত্যাগ ক'রে আট আনায় যদি সন্তুষ্ট হ'তে চাও, তা দেওয়া যে আমাদের কত সহজ, তা বোধ হয় বুঝ্তে পার। ভগবান মান না, জীবনে কোন দিন শান্তি পাবে না। থাক্, আমি আর তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে চাইনে। আমি উঠি।

(উঠিলেন)

মায়া। একেই বলে পুরুষ-নীতি—যুক্তি তর্কে যা প্রমাণ ক'রতে পারেন না—তাই পরাজয়ের কালিমা ঢাকতে ক্রোধের আশ্রয় নেন্। এটা আপনার জিত্ হ'ল না, প্রভু?

গদা। (বসিলেন) এ কি যুক্তি তর্কের জিনিষ? তার অনেক উর্দ্ধে। অন্তরের অন্তরতম দেশে অনুভব ক'রতে হয়। এই যে দেবতার ঘরে এসেছ, পায়ের জুতা খুলে এসেছ কেন, তুমি?

মায়া। [উত্তর দিলেন না।

গদা। সংস্কারে বাধে ব'লে। এ সংস্কার কোথা হ'তে হ'ল? আজ তো নিজের চোখে দেখ্‌লেম, দেবতার চরণে মাথা নত ক'রতে তোমার প্রবৃত্তি হয় না। অথচ পায়ের জুতা খুলে আসতে কেউ তোমাকে অনুরোধ করেনি। তুমি জোর ক'রে যা অস্বীকার ক'রতে চাও, তারি শিকড় তোমার মনে এমন জাঁকিয়ে বসেছে যে, তুমি অস্থির হ'য়ে উঠেছ। এক কাজ কর-ঐ মদনমোহনের উপর তুমি দাঁড়াও দেখি?

মায়া। [নীরবে রহিলেন]

গদা। তবে কেন বৃথা আস্ফালন করছ, তুমি? যাঁকে মান, ভক্তি কর, ভয় কর, তাঁকে অবহেলা ক'রে তোমার ধরা দেওয়া কি উচিৎ হচ্ছে?

মায়া। যা ভাবি না, তাই জোর ক'রে ভাবিয়ে দেওয়া, দেখছি আপনার একটা শক্তি। ভাল, যখন আমাদের ভুল ধরা পড়্‌বে, তখন না হয় ভাব্‌ব, হাঁ ব'লেছিলেন বটে একজন মহাপুরুষ! তাঁর শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

(মায়া সহসা গদাধরের পায়ের নিকট প্রণাম করিলেন ও হাসিতে লাগিলেন)

গদা। একি, আমাকে প্রণাম করলে? যে শির দেবতার কাছে নত হ'তে চায় না—সেই কিনা—

মায়া। জোর ক'রে নিতে চান তাই নিন্, প্রভু।

গদা। তোমার কথা সত্য হ'ক মায়া।

মায়া। (চমকিত হইয়া) কি বল্লেন?

গদা। তবে আমার শুন্‌বের ভুল, মায়া। কিন্তু এ ভুল আমার হ'ল কেন?

(দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন)

মায়া। শিক্ষিতই হ'ন আর অশিক্ষিতই হ'ন্ সব পুরুষই অন্ততঃ এক বিষয়ে এক।

গদা। কি ব'লতে চাও?

মায়া। প্রভু—ভণ্ডামিতে।

গদা। ব'ল না মায়া যা জান না। তুমি তো পুরুষ দেখনি। যা দেখেছ ছায়া, কায়া নয়।

মায়া। অন্ততঃ প্রভু, বর্ত্তমানে একজন দেখ্‌ছি।

গদা। না দেখনি। যে চোখ দেহের ভোগকে বড় আসনে দেখে, সে চোখে পুরুষ দেখ্‌তে পায় না। যা পায় তা শুনে তোমার কাজ নেই।

মায়া। শুনবের আবশ্যকও নেই, প্রভু। যে সংস্কার আপনারা আজীবন সুখে ভোগ দখল ক'রে আস্‌ছেন—তা ক'রতে থাকুন। আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই। কিন্তু যোড়হাত ক'রে মিনতি

ক'রছি আমাদের পথে এসে দাঁড়াবেন না। লজ্জা করে না আপনাদের, মাগো, কি শয়তান এই পুরুষগুলো!.

গদা। তা সত্য।

মায়া। পথে চলি আর দুধারের চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণায় ভ'রে উঠি। না আছে তাতে এতটুকু সম্মানের ছাপ্।

গদা। সত্য কথা।

মায়া। তবে, কোন সাহসে আমাদের উপদেশ দিতে আসেন, বলুন তো?

গদা। কিন্তু মায়া, তুমি কি, কন্যা যে চোখে পিতার দিকে চায়, সেই চোখে কোন দিন কি, কোন পুরুষের মুখের দিকে চেয়েছ?

মায়া। ব'য়ে গেছে। যত সব অজানা অচেনা পুরুষদের মুখের দিকে চাইতে আমাদের।

গদা। কিন্তু তোমরা তো চাও মায়া। তা না হ'লে তাদের চোখে কি ভাষা ফোটে, তা জান্তে কি ক'রে? আজ আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটি মহিলাকে—আমার দিকে চাইতে দেখেছি।

মায়া। সমস্ত সহরের মেয়েরা কেন যে ভেঙ্গে পড়ে নি, তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি, প্রভু। ঐ বেশ ভূষা, সহরের এই অঞ্চলের কতটা উপভোগ্য, সে তো আপনি জানেন না, প্রভু?

গদা। চাইতে দেখেছি, মায়া। কিন্তু খুব কম চোখেই মা ও মেয়েকে দেখ্তে পেয়েছি।

মায়া। প্রভূ, এবার আপনি চস্‌মা নিন্ [কুপিত ভাবে]

আমার ইচ্ছা যায়, এই পুরুষগুলোকে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে ঢিট্‌ ক'রে দিই।

গদা। সেজন্য দুঃখ ক'র না তুমি। বেতের চাবুকের চলন এখনও যদি কর্‌তে পার নি, কিন্তু অভাবের চাবুক যা সুরু হয়েছে, বেতের চাবুক শতগুণে ভাল। মায়া তর্কে অনেক ভাল জিনিষ নষ্ট হ'য়ে যায়। সমাজে যে জিনিষটা হাজার হাজার বছর ধ'রে চলে আস্‌ছে, তা যে হাজার হাজার বার অগ্নি পরীক্ষা হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে ক্রমে খাঁটি সোণায় এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকে কি এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

মায়া। প্রভু, উড়ে তো গেল ব'লে।

[পরিচারিকা আসিয়া কহিল "দিদিমণি মানসবাবু এসেছেন"]

মায়া [একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন] বল্‌গে যা অসুখ করেছে। দেখা হবে না। কাল্‌কে আস্‌তে ব'লে দে।

[পরিচারিকা চলিয়া গেল।

গদা। কেন দেখা কর্‌লে না, মায়া?

মায়া। [কোন উত্তর দিলেন না]

[গদাধরের হাতের ঢাকা গরদের চাদরখানি সহসা পড়িয়া গেল ও হাতের একটি স্থান ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখা গেল]

মায়া। ও কি?

গদা। কিছু না। জনকতক কাবুলি একজন ভদ্রলোককে অপমান কর্‌ছিল—বাধা দিতে গিয়ে একটু ছোরা খেয়েছি।

মায়া। খুব বেশী চোট্ লেগেছে কি? [স্বরে শঙ্কা] কেন ও সব ঝঞ্ঝাটে গেলেন বলুন তো?

গদা। সহ্য হল না। একে তো ভদ্রলোক টাকার দায়ে ভেঙ্গে প'ড়েছে—তার উপর চার্‌টে কাবুলীতে যা মার্‌টা আরম্ভ করেছিল—সহ্য হ'ল না আমার—তিনটের সব দাঁতকটা ভেঙ্গে দিয়েছি। বাকিটা পিছন হ'তে ছোরা মেরে পালিয়ে গেল।

মায়া। তারপর, তারপর?

গদা। মানসতো সেই ফাঁকে সরে পড়্‌লো—

মায়া। কে সরে পড়্‌লো, মানস?

গদা। [চমকিত হইলেন] আঃ কি বল্‌ছি ঠিক নেই। মানস তোমাদের আত্মীয় সে কেন কাবুলীর কাছে টাকা ধার ক'র্‌তে যাবে?

[মায়া কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন ও একটু পরেই ব্যাগের চাবী লইয়া আসিলেন।

মায়া। এই নিন্ আপনার চাবী।

গদা। তোমার কাছেই থাক্ না মায়া।

মায়া। করুণা একটু কম করুন প্রভু। [চাবি ছুঁড়িয়া দিলেন।

গদা। মায়া, যেও না শোন—

মায়া। আমার বড় মাথা ধরেছে। একটু শুই গে।

[চলিয়া গেলেন।

[গদাধর ধীরে ধীরে দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন]

গদা। ভগবান্, মায়াকে শান্তি দাও, শান্তি দাও!

[চলিয়া গেলেন

[কিছুক্ষণ পরে মায়া ফিরিয়া আসিলেন ও
গললগ্নীকৃতবাসে কহিলেন।

মায়া। ক্ষমা কর আমাকে ক্ষমা কর! আমায় বিশ্বাস দাও, আমাকে সত্য পথ দেখিয়ে দাও! [দুই চোখ বাহিয়া জলধারা গড়াইতেছিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সময়—ভোর।

একটি ভিক্ষুক রাস্তায় গান গাহিতে গাহিতে
যাইতেছিল।

গান।

ওগো জাগো, ওগো জাগো
ওই প্রভাত এসেছে দ্বারে।
তুমি কি ঘুমায়ে রবে—সে যাবে ফিরে ?
সে শীতল পরশ নিয়ে, তোমার তাপিত হৃদি,
শান্ত করিবে বলি, দ্বারেতে এসেছে যদি,
মেল আঁখি—তুমি মেল আঁখি—
এস ছুটে বাহিরে ॥

[মায়া জানালা খুলিয়া গান শুনিতেছিলেন। গান থামিলে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন]

মায়া। আর একটি গান গাও ত শুনি!

ভিক্ষুক। [উপরে চাহিয়া] গাচ্ছি মা।

গান।

ওমা, তোর মুখের পানে চাইলে পরে
পরাণ আমার নাচে গো।
বুকের মাঝে শান্তি যে পাই, মনের বাঁধন
টুটে গো॥
কতরূপে দেখ্‌নু তোমায়,
মায়ের রূপে, বোনের চোখে,
নব বধূর করুণায়,
তবু, দেখার আশা মিট্‌ল না'কো
(শুধু) তোমায় হৃদয় যাচে গো।
ওমা বাণী ও কল্যাণী!
পারে যাবার খেয়ার কড়ি, তোর চরণ দু'খানি
যখন চক্ষে আমার ধরার আলো, আঁধার হবে,
তখন, পাই যেন তোর দেখা গো।

[ভিক্ষুক চলিয়া গেল।

মায়া। [আপন মনে] মা—মা—ওগো ঠাকুর, এ কিসের আলো দেখালে গো! [জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সপ্তম দৃশ্য

ব্যারিষ্টার মিত্রের ড্রইংরূম

বিরজাসুন্দরী ও গদাধর কথা কহিতেছিলেন।

বিরজা। গদাধর, আজ হাতটা কেমন আছে বাবা? দেখ দেখি কি গ্রহের ফের। আমার এমন দুর্ভাবনা হচ্ছে বাবা, যে কি বল্‌ব। যে লোক্‌টাকে তুমি এমন বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌লে সে একটু কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে গেল না? এমনি বাঙ্গালী সব তৈরী হচ্ছে আজকাল।

গদা। না, না, আপনি তাকে অপরাধী কর্‌বেন না মাসিমা। সে সুযোগ তার ছিল না। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, সে সুযোগ পেলেই এসে, তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবে।

বিরজা। সে কি তোমায় চেনে, গদাধর?

গদা। হাঁ না—তা একরকম বটে!

বিরজা। সে কে, গদাধর?

অতি অপরূপরূপে সজ্জিতা হইয়া মায়া আসিলেন।

গদা। আমাকে ক্ষমা করুন মাসিমা। আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

মায়া। কেন পার্‌বেন না শুনি? এ মহত্ত্বটুকু না দেখালেই সে বেচারা বোধ হয় বাঁচে।

বিরজা। কি বল্‌ছিস্‌, মায়া? জানা নেই শোন নেই, মাঝখান থেকে ঝগড়া সুরু কর্‌লি?

মায়া। আমি জানি।

বিরজা। ভাল। তোমরা ঝগড়া কর, আমার কাজ আছে যাই।

[চলিয়া গেলেন।

[মায়া গদাধরকে নমস্কার করিলেন]

গদা। [প্রতি নমস্কার করিয়া] উদ্দেশ্য কি বলতো ?

মায়া। [শান্তস্বরে] আপনি কেমন আছেন ?

গদা। আমি ? বেশ ভাল আছি।

মায়া। কাল যে বল্‌ছিলেন "বাঙ্গলা আবার ভাষা, পাড়াগাঁয়ে আবার পণ্ডিত থাকে" তা' এ বিদ্রূপটা কি না ক'রলে চল্‌তো না, প্রভু ?

গদা। বিদ্রূপ ? না তাতো করি নে।

মায়া। কেন ঢাকছেন ? আমি তো আপনাকে মূর্খ বলিনি। তবে, কেন আপনি অমন কথা বল্‌লেন আমাকে বল্‌তে হবে।

গদা। ইংরাজী না জান্‌লে, মূর্খ হয় না তো কি, পণ্ডিত হয় ? তুমিই বল না।

মায়া। জাপানীরা কি ইংরাজী শেখে ? জার্ম্মাণী, রাশিয়া, টার্কী, কাবুলীরা এরাও কি ইংরাজী শেখে ? আপনি কি ব'ল্‌তে চান তারা সবাই মূর্খ ? এ কথা বল্‌বার সাহস আপনার আছে ?

গদা। না নেই।

মায়া। তবে এ বিনয়ে আপনার কি আবশ্যক ছিল ? আমরা ইংরাজী পড়ি ব'লে যদি ঠাট্টা ক'রে থাকেন সে ভিন্ন কথা। কিন্তু

ইংরাজী জানেন না ব'লে, নিজেকে মূর্খ ব'লে জাহির করার সুযোগ নিয়ে, অন্যের রীতি-নীতির উপর কটাক্ষ করা ক্ষমার অযোগ্য।

গদা। শুনে সুখী হলেম, মায়া।

মায়া। সুখী হবেন ব'লেই না এমন কথা বলেছিলেন।

গদা। অপরাধ স্বীকার করছি, মায়া।

মায়া। কোন আবশ্যক নেই। আমার মুখ থেকে আপনি পণ্ডিত, শোনাই যদি ইচ্ছা হয়েছিল—সেজন্য অন্য উপায় অনেক ছিল'

গদা। তা ছিল স্বীকার কর্‌ছি।

মায়া। দেখুন, বল্লে হয় তো রাগ কর্‌বেন, আপনাদের তেত্রিশকোটী দেবতাকেও যত ভক্তি, আর কথায় কথায় ভণ্ডামিতেও তত নিষ্ঠা। মা-গো-মা! মানুষ একটি ঈশ্বরকে ধারণা কর্‌তে পারে না, এঁরা তেত্রিশকোটীকে বিশ্বাস করেন, ভক্তি করেন। এর চেয়ে শঠতা আর কিছু থাকৃতে পারে, জানিনে।

গদা। তুমি যা বোঝ না মায়া তার উপর মত প্রকাশ ক'র না। কেন হিন্দুতে তেত্রিশকোটী দেবতা স্বীকার করেন, অন্যে কেন এক নিরাকার ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার করেন না, তার যুক্তিতর্কের স্থানও এটা নয়, আর তুমি যোগ্য পাত্রও নও।

মায়া। পাত্র যে যোগ্য নয় হয়তঃ বা তা হবে, কিন্তু স্থানটা যে কুস্থান, এটা জানা নেই, প্রভু। তবে কেন আপনার অমিয় বচন হ'তে অধীনাকে বঞ্চিত কর্‌ছেন।

গদা। দেখ, মায়া! আমি সব আঘাত সহ্য কর্‌তে পারি,

পারি না, যখন আমায় ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। যাঁরা নিরাকার ভজনা করেন—তাঁরাও সেই ঈশ্বরকেই করেন। আর যাঁরা তেত্রিশকোটী দেব-দেবীর আরাধনা করেন—তাঁরাও সেই শ্রীভগবানকেই ভিক্ষা করেন। তফাৎ শুধু পথের। হয়ত একটা পথ অনেক ঘুরে ঘুরে লক্ষ্যে পৌঁছেচে—অন্য পথ হয়ত বা খুব সোজা আবিষ্কৃত হ'য়ে লক্ষ্যে গিয়ে মিশেছে। শুধু, এই কথাটি মনে রেখো, যদি ভগবানকে বিশ্বাস কর—তবে পথের ধারা দেখে নাক বেঁকিয়ো না।

মায়া। প্রভু, হিন্দু সমাজ পঙ্গু হ'য়ে গেল এই এত জনের বৃথা হিসাব রাখতে গিয়ে।

গদা। সেটা তোমার ব্যক্তিগত মত। তুমি যাকে অন্যায় ভাব্‌ছ, আমিই তাকে ঠিক পথ ব'লে বেচে নিয়েছি। তুমি তো ঈশ্বর মান মায়া, তার পরিচয় তো আমি পেয়েছি।

মায়া। মানি, প্রভু মানি। যাক্‌ সে কথা। আপনি মানসকে এসেই দশ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন কেন? ঠাকুমাকে কিনে ফেল্‌বেন ব'লে? আর তাঁর নাতনীকে বিনা বাধায়, বিনা আয়াসে, দাসী ক'রতে পারবেন—এই আশায়?

গদা। কেন দিয়েছিলেম তা জেনে তোমার আবশ্যক নেই। কিন্তু যে কারণ দেখাচ্ছ, তা নয়।

মায়া। আপনি মানসকে কাবুলীর হাত হ'তে কাল্‌কে রক্ষা করেছিলেন? সত্য বলুন।

গদা। মিথ্যা আমি বলি না। হাঁ—একরকম তাই বটে।

মায়া। মানসের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের ইতিহাস কি জান্‌তে পারি ?

গদা। নেই বা শুন্‌লে, মায়া।

মায়া। হুঁ। মানসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক জানেন ?

গদা। জানি। সে তোমাদের যে নিকট আত্মীয় তা—আমাকে বলেছে।

মায়া। আর কিছু বলেনি ?

গদা। না কিছু নয়। অন্ততঃ তোমাদের সম্বন্ধে নয়।

মায়া। ভাল। নিজের সম্বন্ধেই কি বলেছে বলুন। আপনাকে বল্‌তে হবে, কিছুতে ছাড়্‌ব না। আমি মাথা কুটে ম'রে যাব আপনার পায়ে—যদি না বলেন।

গদা। [কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন] তুমি কেন এত উতলা হচ্ছ, মায়া ? আমি তার সমস্ত খবর কাল জেনে এসেছি। যখন সে তোমাদের অতি নিকট আত্মীয়, বিশেষ ক'রে তুমি তার এত হিতৈষিনী তখন আমি তার জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

মায়া। অশেষ করুণা আপনার। এখন বলুন কি খবর জেনে এসেছেন।

গদা। কারবার তার নেই—সব মিছে কথা।

মায়া। তারপর ?

গদা। সে চতুর্দ্দিক হ'তে জড়িয়ে প'ড়েছে। অনেক টাকা ঋণ। সে সব বন্দোবস্ত আজিই আমি ক'রে দেব।

মায়া। আর কি ?

গদা। তার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। বাড়ীতে আছেন। একটি ছেলে ছিল অনাহারে বিনা ওষুধে মারা গেছে। তাকে শীঘ্র আমি তার দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছি।

মায়া। [চীৎকার স্বরে] মানসের স্ত্রী ?

গদা। তুমি এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, মায়া ? তুমি কি তা জান্‌তে না ?

মায়া। [প্রাণান্ত চেষ্টায় সামলাইয়া লইলেন] তারপর ?

গদা। আর কিছু বল্‌বের নেই, মায়া। সে এখনি আসবে। আমি কারুর কাছে আজ পর্য্যন্ত হাত যোড় ক'রে ভিক্ষা চাইনি—তোমার কাছে চাচ্ছি, মায়া। আমার ভিক্ষা—তুমি যে এসব কথা জান মানসকে জান্‌তে দিও না।

মায়া। [চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।

বিরজাসুন্দরী আসিলেন।

বিরজা। (মায়ার ও গদাধরের দিকে চাহিয়া) মায়া, মানস আস্‌ছে—তুই এখান হ'তে যা দিদি—তার সামনে আমি তোকে দেখ্‌তে চাই নে।

মায়া। মানস ! কৈ ? কৈ ?

[বিরজাসুন্দরী অবাক্ হইয়া মায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মানস কুমার আসিল।

বিরজা। এস বাবা। এই তোমার টাকাটা নাও। বড়

উপকৃত হ'য়ে রইলেম মানস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বস বাবা, আমি তোমাদের চা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর্‌ছি।

[চলিয়া গেলেন।

মানস। মায়া, আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌লে না?

[মায়ার নিকটে গেল]

মায়া। [ঘৃণাস্বরে] সরে দাঁড়াও ছুঁয়োনা। উত্তর দাও, তুমি কিসের লোভে, তোমার দুধের বাছাকে না খেতে দিয়ে মেরে-ফেল্লে? [স্বর ভারি হইল] তোমার স্ত্রী তিল তিল ক'রে অনাহারে মর্‌ছে, আর তুমি কিসের লোভে, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! আমার কি আছে? এই মাংসপিণ্ডের লোভে?

মানস। আমাকে ভুল বুঝ না, মায়া।

মায়া। কথা কয়ো না মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, শয়তান। যে ছলনার জাল দিনের পর,দিন ধ'রে বুনে তুলছিলে, আমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে, তুমি? যাও, যাও, আমার সামনে থেকে চলে যাও বল্‌ছি, নইলে, তোমাকে গুলি ক'রে মারবো। [ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিলেন]

মানস। [বিবর্ণ মুখে চলিয়া যাইতেছিল]

মায়া। দাঁড়াও। কার টাকা নিয়ে যাচ্ছ তুমি? দিয়ে যাও বল্‌ছি—

মানস। [ভয়ে ভয়ে টাকা বাহির করিয়া গদাধরকে দিতে গেল।

গদা। না—না, মায়া। আমি নিতে পার্‌ব না। মানস

তুমি যাও। ও টাকা আমি চাইনে। তোমার স্ত্রীর ওষুধ আর পথ্যের জন্য দিলেম। আরও দেব, তোমাকে ঋণ মুক্ত ক'র্‌ব— তুমি যাও।

মায়া। না, তা হবে না। ছেলেকে খেয়েছ—স্ত্রীকেও খেতে হবে। টাকা রেখে যাও বল্‌ছি—

মানস। [নোটগুলা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

গদা। [নোট কুড়াইয়া লইয়া] মায়া, তুমি নারী? ছিঃ!

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন]

মায়া। [রিভল্‌বার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জ্ঞান হারাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন]

[বিরজাসুন্দরী ছুটিয়া আসিলেন]

বিরজা। মায়া, দিদি, কিসের কাতরতা?

[মায়ার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল উঠিয়া বসিলেন। গদাধর আসিলেন ও বিরজাসুন্দরী নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

গদা। [মায়ার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া] মায়া, সত্যকে সহ্য কোরতে শেখ শুধু চোখ মিলে দেখ্‌তে চেষ্টা কর।

মায়া। [নীরবে রহিলেন]

গদা। তাকে টাকা দিয়ে এলেম। সে কি নিতে চায়! এবার সে ভাল হবে। আমি তাকে মানুষ কোরে ছেড়ে দেব। তুমিও সুখী হবে, মায়া।

মায়া। [গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া] আমি ভণ্ডকে, নীচকে, শয়তানকে যে কি ঘৃণা করি কি বল'ব!

গদা। ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমাদের শাস্ত্র বার বার এই শিক্ষাই দিয়েছে। তাকে ক্ষমা কর, মায়া!

মায়া। তাকে ক্ষমা করব। কিন্তু বলুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করলেন?

[গদাধরের পায়ের নিকট নতজানু হইয় বসিয়া]

বল—ওগো একবার বল, এই দুটি পায়ের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হব না!

গদা। [ব্যস্ততার সহিত মায়ার হাত ধরিয়া তুলিলেন] কি শাস্তি দিলে তুমি, মায়া!

(ভিতরে শঙ্খধ্বনি হইল)

(বিরজাসুন্দরী আসিলেন ও হাস্যমুখে গদাধর ও মায়ার হাত একত্র করিলেন ও কহিলেন)

বিরজা। তোরা সুখী হ'। ওরে শাঁখ বাজারে বাজা। আজ আমার মায়ার বাঁধনের মাঝে সত্যকার মুক্তি হ'ল।

[উভয়ে বিরজাসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন। শঙ্খ বাজিল]

যবনিকা পতন।